Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মীর নাজিফা জাহান নিমু

রোলঃ ২১৬০২১১৯৫

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মীর নাজিফা জাহান নিমু

রোলঃ ২১৬০২১১৯৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো, আইডিঃ ২১৬০২১১৯৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Najifa Jahan

(স্বাক্ষর)

মীর নাজিফা জাহান নিমু

আইডিঃ ২১৬০২১১৯৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 6
শিশুর প্রথম পাঠশালা 8
সন্তান প্রতিপালনে মায়ের ভূমিকা 9
সন্তান প্রতিপালনে পিতার ভূমিকা 11
পিতা-মাতার উপর সন্তানের অধিকার 13
সন্তানের শিক্ষায় পরিবারের ভূমিকা 14
শিশুর হৃদয়ে ইমানের বীজ 17
সন্তানকে সালাত শিক্ষা দান 18
শাসন: শরয়ী দৃষ্টিকোণ 22
উপসংহার 24
রেফারেন্স: 25

ভূমিকা

আজ যারা কচিকাচা আগামীতে তারাই হবে জাতির কর্ণধার। সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহ তাআলার এক মহা আমানত। এই আমানতের যথাযথ হক আদায় করা মা-বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। কিন্তু অনেক মা-বাবাই সন্তানের তালীম-তরবিয়তের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এর মূলে রয়েছে : এক. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং সন্তান যে একটি মহা আমানত-এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব। দুই. বিজাতীয় রীতি-নীতি ও ফ্যাশন প্রীতি। তিন. বৈষয়িক উপার্জনকেই জীবনের সাফল্য হিসেবে মনে করা। এ কারণে সন্তানকে একজন ঈমানদার ও সাচ্চা মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলার তাগিদ তারা বোধ করেন না। এ সকল মৌলিক চিন্তাগত ভ্রান্তিই সন্তানের তালীম-তারবিয়াতের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

সন্তান মা-বাবার নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমানত। তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শেখানো এবং একজন ঈমানদার মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা মা-বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। আজ বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং চাকরি ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলাকেই শুধু দায়িত্ব মনে করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সন্তানকে হালাল ও বৈধ পন্থায় আয়-রোজগার শেখানোও পিতামাতার কর্তব্য। কিন্তু এটিই একমাত্র দায়িত্ব নয়; বরং তাদেরকে ইসলামী সভ্যতা (তাহযীব) শেখানো, দ্বীন ও শরীয়তের মৌলিক বিষয়াদি শেখানো এবং একজন দ্বীনদার-নামাযী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাও মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। হাদীস শরীফে এসেছে- 'জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।' -সহীহ বুখারী ১/২২২ হাদীস ৮৯৩

সুসন্তান যেমন মা-বাবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের বড় সম্পদ এবং সদকা জারিয়া তেমনি সন্তান যদি দ্বীন ও শরীয়তের অনুগত না থাকে, দুর্নীতি ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে উভয় জগতেই মা-বাবার জন্য বিপদ। দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও পেরেশানির কারণ। আর কবরে থেকেও মা-বাবা তার গুনাহর ফল ভোগ করতে

থাকবে। আখিরাতে এই আদরের দুলালই আল্লাহ তাআলার দরবারে মা-বাবার বিরুদ্ধে আপিল করবে যে, তারা আমাকে দ্বীন শেখায়নি। তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। তাই এই আমানতের হক আদায়ের প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে।[১] পিতামাতা যদি সত্যিই সন্তানের কল্যাণকামী হয়ে থাকেন, অবশ্যই সন্তানের ইসলামি শিক্ষাদানকে অগ্রাধিকার দান করবেন। কারণ, এতে আখেরাতে নিজেরাও বাঁচবেন, সন্তানাদিও বাঁচবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- আত-তাহরীম ৬৬:৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।”

শিশুর প্রথম পাঠশালা

শিশুর প্রথম পাঠশালা হচ্ছে মায়ের কোল। এখানে সে জীবনের অনেক কিছু শেখে। পরবর্তীতে এটাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। শরীয়তে এই পাঠশালার অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় এই যে, শিশুর এই প্রথম শিক্ষা শুরু হয় টিভি দিয়ে। মা-বাবা তাদেরকে সাথে নিয়েই টিভি দেখে, ধীরে ধীরে এই ছোট বাচ্চাটি নাচ-গান থেকে শুরু করে সব ধরনের অশ্লীলতা শিখতে থাকে, বড় পুতুল নিয়ে খেলা করে, ঘুমায়। ফুলের মতো এই বাচ্চার জীবন কী দিয়ে শুরু হচ্ছে একটুও কি তা ভেবে দেখা হয়েছে। এ সবই ভুল। আমানতের খেয়ানত।

শরীয়তের আদেশ হল, ভূমিষ্ট হওয়ামাত্র শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিবে। যেন তার জীবন শুরু হয় আল্লাহর বড়ত্বের বাণী ‘আল্লাহু আকবার’ দিয়ে এর পর মা-বাবার দায়িত্ব হল সন্তানের ভালো অর্থবোধক নাম রাখা। বাচ্চা কথা বলা শিখলে তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম শেখানোর চেষ্টা করা উচিত। যিনি এই সন্তান দান করলেন এরপর তাকে বাকশক্তি দিলেন তার নাম সর্ব প্রথম শেখানোই কৃতজ্ঞ বান্দার পরিচয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘সন্তানকে প্রথম কথা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শেখাও এবং মৃত্যুর সময় তাদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকীন কর।’ (শুআবুল ঈমান ৬/৩৯৭-৩৯৮, হাদীস ৮৬৪৯)

বাচ্চা বয়সেই অল্প অল্প করে আল্লাহর পরিচয় শেখানো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শেখানো, গল্পে গল্পে তাঁর পরিচয় ও আখলাক তুলে ধরা পিতামাতার কর্তব্য। এককথায় তার জীবনের প্রথম পাঠশালা থেকে সে যেন দ্বীনের শিক্ষা অর্জন করে তা আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। ছোট ছোট আদব-কায়দা, যেমন

ডান হাতে তিন শ্বাসে বসে পানি পান করতে শেখাবে। জুতা পরিধান করতে আগে ডান পা এবং খোলার সময় আগে বাম পা খোলা। বাথরুমে ঢোকার সময় আগে বাম পা, বের হওয়ার সময় ডান পা ইত্যাদি শেখার উত্তম সময় এই শৈশবটাই। ঘুমের দুআ, ঘুম থেকে ওঠার দুআ, খাওয়ার দুআ ইত্যাদি সহজ বিষয়গুলো এবং ছোট ছোট ব্যবহারিক সুন্নতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার সময় এখনই। আর এটার দায়িত্ব মা-বাবার।[২]

সন্তান প্রতিপালনে মায়ের ভূমিকা

সন্তানের সুন্দর জীবন গঠনে মায়ের ভূমিকা কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর সর্বপ্রথম মায়ের স্নেহ-ক্রোড়েই প্রতিপালিত হয়। মায়ের বক্ষনিঃসৃত শারাবান তহুরা হয় তার প্রথম খাবার। তারপর ধীরে ধীরে সে চোখ মেলতে থাকে, তার বোধহীন চোখে অনুভবের নতুন আলো ফুটতে থাকে। তখনও সে তার দুগ্ধদাত্রী স্নেহময়ী জননীকে একান্ত নির্ভরতার স্থান ও পরম প্রশান্তির ঠিকানা বলে বুঝতে শেখে। আধো আধো বুলিতে মায়ের ভাষাতেই তার মুখে প্রথম ভাষা সঞ্চার হয় এবং মায়ের কোলের পাঠশালা থেকেই তার জীবন ও জগতের পাঠ গ্রহণ আরম্ভ হয়। সন্তানের সঙ্গে এই প্রগাঢ় বন্ধনের কারণে সন্তানের লালন-পালন ও তরবিয়তের ভার স্বাভাবিকভাবে মায়ের উপরই অর্পিত হয়। যে মা তার সন্তানকে উত্তম তরবিয়তে গড়ে তুললেন, তার মাঝে ইসলামী আদর্শ ও মনুষ্যত্বের সব নমুনা প্রস্ফুটিত করে তুললেন তিনি শুধু একটি শিশুকেই নয় পরবর্তী একটি বংশকে আলোর পথের পথিক বানালেন। আজ তিনি যে শিশুটিকে উত্তম তরবিয়তে গড়ে তুলছেন ভবিষ্যতে সে-ও একদিন বাবা হবে, মা হবে, তখন সে তার সন্তানদের সে শিক্ষাই দেবে, যে শিক্ষায় সে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে যে মা এই দায়িত্ব পালনে শিথিলতা করলেন তিনি যে শুধু তার সন্তানেরই জীবন ধ্বংস করলেন তা নয়, বরং তিনি একটি বংশের ধ্বংসের বীজ বপন করলেন। এই দায়িত্বে অবহেলার কারণে কেয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ পাকের কাছে জবাবদিহিও করতে হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তাদের অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার

স্ত্রী সম্পর্কে এবং নারী তার স্বামীর ঘর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।” শৈশবের এই পবিত্রতম সময়ে কোনো মা যদি তার সন্তানদের সামনে সঠিক আচার-আচরণ ও বোধ-বিশ্বাসের নমুনা উপস্থাপন করতে পারেন তাহলে হতে পারে, তার এই সন্তানই ভবিষ্যতে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর মতো সত্যের সৈনিক হবে, ইলিয়াস রহ.-এর মতো দ্বীনের দায়ী হবে কিংবা রাবেয়া বসরীর মতো তাপসী ও জ্ঞানের সাধিকা হবে।[৩]

মায়ের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজ হাতে-কলমে বাস্তব ও ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া। বিশেষ করে কন্যাসন্তানকে মায়ের রান্না-বান্না ও ঘরকন্যার প্রয়োজনীয় সব কাজই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অজ্ঞতার কারণে অনেকে একজন কিশোরীকে একজন কিশোরের চেয়ে কম খাদ্য ও যত্ন দিয়ে থাকেন। কিন্তু আজকের কিশোরীই আগামী দিনের মা। তাই তার প্রতি অধিক যত্ন নিতে হবে এবং অধিক পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। কিশোরী যদি উপযুক্ত পরিচর্যা ও পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে সে ভবিষ্যতে জন্ম দেবে একটি দুর্বল, অসুস্থ ও স্বল্প ওজনের অপুষ্ট শিশু। কিশোরীর বাড়ন্ত শরীরের পুষ্টি জোগাতে তাকে প্রতিদিন পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে এবং পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। কৈশোরে শারীরিক ও মানসিক কারণে মেয়েরা অনেকটা সংকুচিত ও দিশাহারা হয়ে পড়ে। কিশোরীর আবেগকে অবহেলা না করে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। বয়ঃসন্ধিতে একটি কিশোর বা কিশোরীর আচরণের নানা পরিবর্তন আসে। এ সময় সে অনেক ভুল পদক্ষেপ নিতে পারে। একমাত্র মা-ই তখন বন্ধুর মতো আচরণ দিয়ে সন্তানকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারেন। মা সন্তানের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

শিশুর মানসিক বিকাশে মায়ের ভূমিকা অনন্য। শিশুকে হাসি-খুশি রাখা এবং তার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া মায়ের কর্তব্য। পারিবারিক পরিবেশ সুস্থ রেখে শিশুর মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করার প্রতি মায়ের খেয়াল রাখা উচিত। মায়ের চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও আদব-কায়দা শিশুর মন-মানস ও আচার-আচরণে প্রতিফলিত হয়। এ সময় মাকে খুবই সতর্ক হতে হয়।

কাজেই সন্তানের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্রগঠন সর্বক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাকে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। সন্তানকে বুকের দুধ, পুষ্টিকর খাবার, আদর, স্নেহ, সোহাগ ও শাসনের মাধ্যমে আদর্শ, সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

সন্তান প্রতিপালনে পিতার ভূমিকা

সন্তানের জীবনে বাবার অবদান অনস্বীকার্য। কোনো সন্তান বাবার ঋণ কখনো পরিশোধ করতে পারে না। কঠোর শাসন, কোমল ভালোবাসা আর ত্যাগে অগ্রগামী যিনি, তিনিই তো বাবা। বাবারা যেকোনো ধরনের দুঃখ-কষ্ট অকাতরে সহ্য করেন। সব সময় চেষ্টা করেন সামান্য কষ্টও যেন সন্তানকে স্পর্শ না করে। সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তার পরও বাবাদের সঙ্গে আমাদের সমাজের অনেকেই খারাপ আচরণ করে থাকেন। এটা ইসলাম-বিরুদ্ধ কাজ। এ কাজের প্রতি স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ইসলামে।

আল্লাহর কাছে প্রিয় কাজ : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ‘আমি নবী করিম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন, সময়মতো নামাজ পড়া। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, বাবা-মায়ের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।’সহিহ বোখারি

বর্ণিত হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, মহান আল্লাহর তিনটি অতি প্রিয় কাজের মধ্যে একটি হলো বাবা-মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, ‘মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল যোগ হতে থাকে ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. কল্যাণময় শিক্ষা ও ৩. এমন সৎ সন্তান যে মৃত বাবা-মায়োর জন্য দোয়া করে।’সহিহ মুসলিম

এই হাদিসে ‘সদকায়ে জারিয়া’ বলতে বোঝানো হয়েছে এমন জনসেবার কাজ, যা দ্বারা বছরের পর বছর মানুষ উপকৃত হয়। তা দ্বারা যত দিন মানুষ উপকৃত হবে, তত দিন এই সেবাদানকারীর আমলনামায় সওয়াব যোগ হবে। আর ‘কল্যাণময় শিক্ষা’ বলতে এমন জ্ঞান ও শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, যার ফলে মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম আল্লাহর পথে চলতে থাকে। আর সৎ সন্তানের বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট। হাদিসে আছে, মৃত ব্যক্তির জন্য সৎ সন্তানের দোয়া অনেক উপকারী।

জন্মদাতা ছাড়া অন্যকে বাবা বলে সম্বোধন : জন্মদাতা বাবাকে আমরা বাবা বা আব্বা বলে ডাকি। সম্বোধন হিসেবে এটা নতুন নয়। বাবার সমার্থবোধক অনেক শব্দ সমাজে প্রচলিত। তবে অঞ্চল ও ভাষাভেদে এর হেরফের অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইসলাম জন্ম-পরিচয়ের সূত্র প্রকাশের সময় আপন বাবা ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে নিজের পরিচয়কে সম্পর্কযুক্ত করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। এমনকি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, ভক্তি-শ্রদ্ধা, সম্মান প্রদর্শনসহ অন্য যেকোনো কারণ দেখিয়েই হোক না কেন, জন্মদাতা ছাড়া অন্যকে বাবা বলে ডাকতে বা পরিচয় দিতে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামের এই অবস্থান থেকেই বোঝা যায়, বাবার প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। এভাবেই ইসলাম পিতৃত্বের পরিচয়কে সুসংহত করে বাবার মর্যাদাকে উচ্চাসনে বসিয়েছে।

মা-বাবার জন্য দোয়া : মা-বাবার প্রতি সন্তানের জন্য যেমন কিছু করণীয় রয়েছে, অনুরূপভাবে সন্তানের ওপরও মা-বাবার জন্য অবশ্যকরণীয় কিছু দায়িত্ব আছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘ইরশাদ হয়েছে, ‘...তোমরা বাবা-মায়ের প্রতি সদাচরণ করো। তাদের একজন অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও উচ্চারণ করবে না এবং তাদের ধমক দেবে না। তুমি তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলো। আর তাদের প্রতি অনুকম্পায় বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন।’সুরা বনি ইসরাইল : ২৩-২৪

উল্লিখিত আয়াতে প্রথমে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামান্যতম বন্দেগি করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মা-বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার। এ দুটি নির্দেশ একসঙ্গে দেওয়ার অর্থ হলো, প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও মা-বাবার বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। মা-বাবার মাধ্যমে শৈশবে সন্তানের প্রতি যে দরদ-মায়া ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ প্রকাশ পায়, সেই আচরণের কথা স্মরণ করে দিয়ে মহান আল্লাহ মা-বাবার প্রতি রহমত কামনা করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। মা-বাবার জন্য মহান আল্লাহ সরাসরি দোয়া করার নির্দেশ দিয়ে তাদের সম্মান যে কত উঁচু সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।[৪]

পিতা-মাতার উপর সন্তানের অধিকার

উত্তম তারবিয়াত পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক। যেমন মাতা-পিতার খেদমত, ও সম্মান সন্তানের কর্তব্য তেমনি মাতা-পিতারও সন্তানের হকসমূহ আদায় করা কর্তব্য। এজন্যই জানা উচিত, তাদের উপর সন্তানের কী কী হক ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে এবং সন্তানের সাথে তাদের আচার-ব্যবহার কেমন হতে হবে। আর তাদের দ্বীনী তারবিয়াত কীভাবে করতে হবে। মূলত তাদেরকে দ্বীনী তারবিয়াত করা, পিতা-মাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তারবিয়াতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবেন তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়জগতে কামিয়াব হবেন। আর যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তারবিয়াত করবেন না তারা পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন। সন্তানের উত্তম শিক্ষাদান পিতা-মাতার উপর ফরয। আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা-পিতার উপর সন্তানের উত্তম শিক্ষাদান আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর যে বিষয় অবশ্য-পালনীয় তাতে কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার এখতিয়ার থাকে না। হাঁ, নফল বা মুস্তাহাব কাজে সে এখতিয়ার থাকে। ফরয বা ওয়াজিব আদায় না করলে জবাবদিহি করতে হয়।

হযরত সাহবান মাহমুদ রাহ. স্বীয় কিতাব ‘তারবিয়াতে আওলাদ’-এর কারণ উল্লেখ করেন যে, সন্তানের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি তার বাল্যকাল থেকেই

শুরু হয়ে যায়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার উপর এই হুকুম বর্তায় যে, তাকে উত্তম তারবিয়াত কর।

এই জন্য পিতা-মাতা যদি সন্তানকে বাল্যকাল থেকেই উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা না দেয় এবং সন্তান এভাবেই তরবিয়াতহীনভাবে বেড়ে ওঠে, পরে শরীয়তের মুকাল্লাফ হওয়ার পর তার থেকে গোনাহ প্রকাশ হতে থাকে তাহলে মাতা-পিতার অবহেলাও যেহেতু তার গোনাহে লিপ্ত হওয়ার একটা উপলক্ষ বা কারণ তাই তার ওই গোনাহগার সন্তানের সাথে সাথে মাতা-পিতাও গোনাহগাররূপে গণ্য হবে।[৫]

সন্তানের শিক্ষায় পরিবারের ভূমিকা

আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা। নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা মাকে জিজ্ঞেস করুন, বুঝতে পারবেন, সন্তান কত বড় নিআমত! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَ اللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? সূরা নাহল (১৬) : ৭২

সম্পদের প্রাচুর্যে পূর্ণ একটি পরিবার। তবুও তারা বিষণ্ণ। কারণ তাদের কোল উজ্জ্বল করেনি কোনো ফুটফুটে শিশুর নিষ্পাপ হাসি। আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল অধিকারী হতে পারে এ নিআমতের। ইরশাদ হয়েছে:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ.
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। সূরা শুরা (৪২) : ৪৯-৫০

সন্তান আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক আমানত। আল্লাহ এর মাধ্যকে পরীক্ষা করেনÑ বান্দা এই আমানতের যথাযথ হেফাযত করে কি না। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন। এক. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না। দুই. বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। সূরা আনফাল (৮) : ২৮

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন:

واعلموا، أيها المؤمنون! إنما أموالكم التي خَوَّلَكُمُوها اللهُ، وأولادُكم التي وَهَبَها اللهُ لكم، اختبارٌ وبلاء، أَعْطاكُمُوها ليَختبرَكم بها ويَبتليَكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها.

হে মুমিনগণ! জেনে রেখ, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় কর এবং দ্বীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য কর। তাফসীরে তাবারী ১১/১২৬

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ،... وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ،... أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ.

শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ... পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮

আরেক হাদীসের ঘোষণা

ما مِن عبد اسْتَرْعاه اللهُ رعيّةً، فلم يَحُطْها بنصيحة، إلا لم يجدْ رائحة الجنة.

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্তদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৫০

মোটকথা, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকীদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য।

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত এবং পিতা-মাতার নিকট আমানত। পিতা-মাতার কর্তব্য হল, সন্তানকে আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা এবং শয়তানের সবধরনের গোলামি থেকে দূরে রাখা। শয়তান চায়, প্রত্যেকটা মানবশিশুকে অঙ্কুরেই

ধ্বংস করতে। জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়ই তার অঙ্গিকার ছিল আদমসন্তানকে বিপথগামী করা। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেন:

وَ شَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا.

যাও তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও এবং তাদেরকে যত পার প্রতিশ্রম্নতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। সূরা ইসরা (১৭) : ৬৪

অর্থাৎ শয়তান চাইবে সম্পদ ও সন্তানকে বিপথে পরিচালিত করতে। কিন্তু বান্দাকে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। অভিভাবকের কর্তব্য পালনের মূল পর্বটা এখানে এসেই আবর্তিত হয়।

শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতিতে তা যেন খোদাই হয়ে যায়। গুণীজনেরা যথার্থই বলেছেন, 'শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।' সুতরাং সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলার মূল সময় হচ্ছে শৈশব কাল।[৬]

শিশুর হৃদয়ে ইমানের বীজ

মায়ের কোলকে বলা হয়েছে শিশুর প্রথম পাঠশালা। এ সময়ের শিক্ষা তার সারা জীবনের উপর প্রভাব ফেলবে। তাই শিশুকে যতটা সম্ভব ভাল ভাল কথা এবং উত্তম আখলাক শিক্ষা দেওয়া মায়ের কর্তব্য। তার সাথে বেশি বেশি ঈমানী কথা বলা এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ইয়াক্বীন ও মুহাব্বাত পয়দা করা বড় জরুরী। এর মাধ্যমে তার দিলে ঈমানের বীজ বপন হবে। সেই বীজ একমসয় বিশাল বৃক্ষে পরিণত হবে। অতপর তা থেকে ছড়িয়ে পড়বে উত্তম আমল ও সুন্দর আখলাকের শাখা-প্রশাখা এবং তার জীবনব্যাপী থাকবে সেই বৃক্ষের শীতল ছায়া।

কিন্তু দুখের বিষয়, খুব কম মা-ই এ বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দেন। শিশুর এ মূল্যবান সময়টিকে তারা অহেতুক কাজের মধ্যেই পার করে দেন। যখন তাকে কালিমা শেখানো

দরকার তখন শিক্ষা দেওয়া হয় ‘ডগ, ক্যাট, হাট্টি মাটিম টিম’...। আর এসব নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যেন শিশুর প্রতি এগুলোই তাদের কর্তব্য।

ফলে সেই শিশু ঈমানী শিক্ষা আর পায় না। আল্লাহর প্রতি তার আস্থা পয়দা হয় না। এমনকি নবীর পরিচয়ও সে জানতে পারে না। এ সম্পর্কে অতি দুঃখজনক একটা ঘটনা শুনেছি। এক শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হল, বল তো আমাদের নবীর নাম কী? সে জবাব দিল, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ (নাউযুবিল্লাহ) । নবীর পরিচয় তাকে না শেখালেও রবীন্দ্রনাথের ভক্তি ঠিকই তার হৃদয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। আফসোস! মায়েরা আজ কোথায় ঠেলে দিচ্ছে তাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে।

যে উম্মতের চিন্তায় ব্যাকুলতায় নবীজী সারা জীবন কেঁদেছেন, আর হাশরের ময়দানে উম্মতী উম্মতী বলে পেরেশান হবেন। সেই উম্মত আজ চিনতে পারছে না তাদের নবীকে। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে। প্রতিটি শিশু তার মা-বাবার জন্য আল্লাহর অনেক বড় নিআমত, তাঁর পক্ষ থেকে আমানত। তাই যে আল্লাহ তাদেরকে এতবড় নিআমত দান করেছেন মা-বাবার উচিত তাঁর পরিচয় শিশুকে শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহর দেয়া এ আমানতকে সঠিক পথে পরিচালিত করা।[৭]

সন্তানকে সালাত শিক্ষা দান

একজন মুসলিম হিসেবে শরীয়তে নামাজের গুরুত্ব আমরা সকলে জানি। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে কালেমার পরপরই নামাজের অবস্থান। কিয়ামতের দিন প্রথম আমাদের যে কাজের হিসাব নেওয়া হবে, তা হলো নামাজ।

এ কারণে আমাদের উচিত আমাদের শিশুদের নামাজ শিক্ষা দেওয়া এবং নামাজের প্রতি তাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি করা। আমাদের উচিত তাদের কে নামাজে এমনভাবে অভ্যস্ত করে তোলা যাতে করে তারা কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নিজে থেকে স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করে।

নিম্নের প্রক্রিয়ায় আপনি আপনার শিশুকে নামাজ আদায়ে উৎসাহ প্রদান করতে পারেন।

১. উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষা

শিশুরা তাদের পিতামাতার অনুকরণ করেই শিখে। আপনি তাদের সামনেই আজানের সাথে সাথে ওযু করে নামাজ পড়ার অভ্যাস করুন। আপনার সাথে সাথে তারাও নামাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

সন্তানের পিতামাতা হিসেবে আপনিই তাদের কাছে শিক্ষাগ্রহণের প্রাথমিক উৎস। আপনি যদি নিজে আপনার দিনকে নামাজ দিয়ে সাজান এবং তা আদায় করতে কখনোই দেরী না করেন, তবে আপনার শিশুরাও আপনার অনুকরণে নামাজকে গুরুত্ব দিয়ে বেড়ে উঠবে।

২. ছোট থেকেই নামাজের সূচনা

রাসূল (সা.) বলেছেন, “সাত বছর থেকে তোমরা তোমাদের শিশুদের নামাজের শিক্ষা প্রদান কর এবং দশ বছর বয়সে এসে তারা নামাজ না পড়লে তাদের শাসন কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।” (আবু দাউদ, আহমদ)

যদিও সাত বছরের পূর্বে আপনার শিশুর নামাজ আদায় করা জরুরী নয়, তথাপি শৈশব থেকেই তাকে নামাজে অভ্যস্ত করতে আপনি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।

৩. শিশুদের নিজস্ব জায়নামাজ প্রদান করুন

আপনার সাধ্য থাকলে আপনার শিশুকে তার জন্য নিজস্ব জায়নামাজ প্রদান করুন। এই জায়নামাজে তাকে নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন।

৪. উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিন

শিশুরা কথার থেকে কোন কিছু দেখে বেশী শিখে। আপনি নিজে নিয়মিত গুরুত্বের সাথে নামাজ আদায় করুন যাতে তারা আপনাকে দেখে নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে।

এছাড়া আপনি নামাজের জন্য স্থায়ী সময়সূচী ও ক্যালেন্ডার আপনার ঘরে ঝুলাতে পারেন। এটি আপনার শিশুকে নামাজে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি আপনি নিজে আপনার বাসায় একটি নামাজ বৃক্ষ তৈরি করতে পারেন। যদি আপনার শিশু সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করে, তবে গাছটির পাতাকে সবুজ বর্ণে রূপান্তরিত করুন। এর মাধ্যমে তাদের কাছে রূপকভাবে জ্ঞান দিন যে, নামাজ আদায়ের ফলে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট। তারা যদি নামাজ আদায় না করে, তবে গাছের পাতাকে লাল রঙে পরিবর্তন করে আপনি তাদেরকে রূপকভাবে নামাজ আদায় না করলে অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করুন। নামাজ আদায় না করার জন্য তওবা করার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের শিক্ষা প্রদান করুন।

৫. জামা'আতে নামাজ

সাত বছর বয়স হবার পর তাদের নিয়ে জামায়াতে নামাজ পড়ুন। তাদের বন্ধুদের ডেকে একসাথে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৬. আল্লাহ সম্পর্কে শিক্ষা

আল্লাহর সম্পর্কে যদি আপনার শিশুর কোন জ্ঞান না থাকে, তবে নামাজ আদায় তার কাছে শুধু একটি খেলায় পরিণত হবে। নামাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান থাকবে না। সুতরাং, আপনার শিশুকে আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করুন এবং আল্লাহর ইবাদতের অংশ হিসেবে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করুন।

৭. রাসূল (সা.) কে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন

রাসূল (সা.) সম্পর্কে আপনার শিশুকে জানান। তার জীবনকাহিনী, শিশুদের প্রতি তার আচরণ নিয়ে আপনি তাদের সাথে গল্প করুন। আপনি তাদের কাছে রাসূল (সা.) কে এমনভাবে উপস্থাপন করুন, যাতে তারা তাঁকে ভালবাসতে শেখে। তারা যেন রাসূলের

সব কাজকে অনুকরণ করতে উৎসাহিত হয়। তিনি নামাজ আদায় করেছেন বলে তারাও যেনো নামাজ আদায়ে উৎসাহিত হয়।

৮. ছোট ছোট পদক্ষেপ

আপনার শিশুকে শুরুতেই নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে অভ্যস্ত করার কথা চিন্তা করবেন না। ধীরে ধীরে তাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে অভ্যস্ত করুন।

৯. দৃঢ় থাকুন

যদিও আমরা আমাদের শিশুদের নামাজে অভ্যস্ত করতে চাই, কিন্তু একসময় তারা নিজেরাই নামাজে অলসতা করবে এবং নামাজ আদায়ে আগ্রহী হবেনা। পিতামাতা হিসেবে আমাদের এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যাবেনা। ১০ বছর বয়স পর হলে তাদের কখনোই নামাজ ছাড়ার সুযোগ দেবেননা। তাদের নিয়মিত নামাজ আদায়ে আপনি দৃঢ়তা প্রদর্শন করুন।

১০. পারিবারিক অভ্যাস

আপনার শিশুর নামাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে আপনার পরিবারে নামাজকে প্রতিষ্ঠা করুন। ঘরে থাকলে আপনার সন্তানদের নিয়ে একত্রে নামাজ আদয় করুন। সন্তান সক্ষম হলে তাকে নামাজের জন্য আজান এবং ইকামত দেওয়ার দায়িত্ব প্রদান করুন।

এছাড়া আপনার শিশুকে নিয়ে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করুন। একত্রে অনেককে নামাজ পড়তে দেখলে আপনার শিশুর মনে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি তীক্ষ্ণ প্রভাব পড়বে।[৮]

শাসন: শরয়ী দৃষ্টিকোণ

আজ সুশীল সমাজ সন্তানের ব্যাপক স্বাধীনতার প্রবক্তা। এই নীতি ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আমদানীকৃত। যখন সন্তানের আখলাক চরিত্র গড়ার সময় তখন তাকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ভালো-মন্দ পরিবেশে মিশে যখন যার সাথে ইচ্ছা ঘুরাফেরা করে। ইন্টারনেটে সব ধরনের প্রোগ্রাম দেখতে থাকে। ধীরে ধীরে সে নানা ধরনের মন্দ প্রবণতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই সন্তানই মা-বাবার কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াঁয়। সময়মতো শাসন না করার কারণে বড় হয়ে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে যায়। তাই এই ধরনের স্বাধীনতা দুনিয়াতেও সন্তান এবং পরিবার কারো জন্য সুখের কারণ হয় না। এর ফলে সমাজে বিশৃংখলা ও অপরাধ বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এক বৃহৎ অংশ ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়ে যায়।

আজ সমাজে বিভিন্ন ধরনের স্কুল রয়েছে। রয়েছে মাদক নিরাময় স্কুলও। এ জাতীয় স্কুলের সবকটিতে প্রচুর ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। এরা ঐ সকল সন্তান, যাদেরকে মা-বাবা সময়মতো নিয়ন্ত্রণ করেননি। সন্তানকে মন্দ ও অসৎকাজ থেকে বাধা দেননি। ফলে সে ধীরে ধীরে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং সন্তানকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া একটি অসুস্থ চিন্তা। ভুল পদক্ষেপ। শরীয়ত বলে, সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহর আমানত। তার আখলাক-চরিত্র গড়ার দায়িত্ব মা-বাবারই। সময় মতো তাকে শাসন করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সৎ ও দ্বীনী পরিবেশে রাখা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ... সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাদের নামাযের আদেশ দাও, দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য শাসন কর এবং এ বয়সে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।' (মুসনাদে আহমদ ২/২১৮, হাদীস ৬৭৫৬; সুনানে আবু দাউদ ১/৭১, হাদীস ৪৯৪)

সন্তানকে একেবারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া যাবে না; বরং বুঝের বয়স হওয়া থেকেই তাকে পরিমিত শাসনের মধ্যে রাখার ব্যাপারে এ হাদীস সুস্পষ্ট দলীল। এছাড়া সাহাবা,

তাবেঈন থেকে বহু বর্ণনা রয়েছে যে, মা-বাবার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হল, সন্তানকে দ্বীন শেখানো, মন্দ কাজ ও মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখা। শুধু কি তাই? সন্তানের পরিণত বয়সে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করাও তাদের দায়িত্ব। যেন তারা কোনো পাপাচারে লিপ্ত না হয়ে যায়। অভিভাবকদের শীথিলতার কারণে সন্তান যদি কোনো গুনাহে জড়িয়ে পড়ে তবে এর জন্য দায়ী হবেন অভিভাবকগণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যার সন্তান রয়েছে সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম চরিত্র শেখায়। যখন সে বালেগ হবে তখন তার বিয়ে দেয়। বালেগ হওয়ার পরও যদি বিয়ে না দেয় আর সে কোনো গুনাহ করে ফেলে তবে তার এ গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে।' (শুআবুল ঈমান, বায়হাকী ৬/৪০১, হাদীস ৮৬৬৬)

সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাধীতার অজুহাতে সন্তানকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া তাকে ধ্বংস করারই নামান্তর। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়ে উদারতা করা সন্তানের নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ :

ক) অসৎ সংশ্রব অবলম্বনে বাধা প্রদান না করা। সহপাঠী হোক কিংবা প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের মধ্যে দুঃশ্চরিত্র ছেলে-মেয়েদের সাথে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া। যখন যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে মিশতে দেওয়া। এতে তাদের খারাপ চরিত্র অতি দ্রুত সন্তানের মধ্যে চলে আসে এবং সেও এক সময় তাদের মতো বা তাদের চেয়ে আরো খারাপ হয়ে যাবে।

খ) ডিশ এন্টিনা, ইন্টারনেট এর অশ্লীল প্রোগ্রাম, সিনেমা, টেলিভিশন, অশ্লীল ছবি, নাচ-গান ইত্যাদি দেখতে বাধা না দেওয়া। এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। এতে সন্তান পড়ালেখার পরিবেশ থেকে দূরে সরে যায় এবং তার স্বভাব-চরিত্রে অশ্লীলতা প্রবেশ করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে পড়ে এবং অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে।

গ) পর্দার বিষয়ে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। ঘরে-বাইরে সর্বত্র শরয়ী পর্দা রক্ষা করা ফরয। কিন্তু তথাকথিত মডার্ন ফ্যামিলী শরীয়তের এ হুকুমের প্রতি শীথিলতা করে থাকে। নিজেরা যেমনি পর্দা করে না তেমনি সন্তানকেও পর্দায় থাকার আদেশ দেয় না। এর কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুনাহ ব্যাপক হচ্ছে। সন্তানের চরিত্র ধ্বংস হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। তাই এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঘ) ছেলেদেরকে মাহরাম নয় এমন মেয়েদের সাথে মিশতে দেওয়া এবং মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে একাকী যাওয়ার অনুমতি দেওয়া এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও ধ্বংসাত্মক।

আল্লাহ তাআলা সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।[৯]

উপসংহার

আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা-পিতার উপর সন্তানের উত্তম শিক্ষাদান আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর যে বিষয় অবশ্য-পালনীয় তাতে কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার এখতিয়ার থাকে না। হাঁ, নফল বা মুস্তাহাব কাজে সে এখতিয়ার থাকে। ফরয বা ওয়াজিব আদায় না করলে জবাবদিহি করতে হয়।

হযরত সাহবান মাহমুদ রাহ. স্বীয় কিতাব ‘তারবিয়াতে আওলাদ’-এর কারণ উল্লেখ করেন যে, সন্তানের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি তার বাল্যকাল থেকেই শুরু হয়ে যায়। সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার উপর এই হুকুম বর্তায় যে, তাকে উত্তম তারবিয়াত কর।

এই জন্য পিতা-মাতা যদি সন্তানকে বাল্যকাল থেকেই উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা না দেয় এবং সন্তান এভাবেই তরবিয়াতহীনভাবে বেড়ে ওঠে, পরে শরীয়তের মুকাল্লাফ হওয়ার পর তার থেকে গোনাহ প্রকাশ হতে থাকে তাহলে মাতা-পিতার অবহেলাও যেহেতু তার

গোনাহে লিপ্ত হওয়ার একটা উপলক্ষ বা কারণ তাই তার ওই গোনাহগার সন্তানের সাথে সাথে মাতা-পিতাও গোনাহগাররূপে গণ্য হবে।[১০]

রেফারেন্স:

১। https://www.alkawsar.com/bn/article/1412/

২। https://www.alkawsar.com/bn/article/1412/

৩। https://www.alkawsar.com/bn/article/3250/

৪।
https://www.deshrupantor.com/299454/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE

৫। https://www.alkawsar.com/bn/article/1764/

৬। https://www.alkawsar.com/bn/article/2805/

৭। https://www.alkawsar.com/bn/article/1332/

৮।
https://islamibarta.com/public/article/family&life/1158?title=%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A8

৯। https://www.alkawsar.com/bn/article/1412/

১০। https://www.alkawsar.com/bn/article/1764/